কবিতা সংগ্রহ

১

কবিতা সংগ্রহ

১

শামীম রফিক

KOBI PROKASHANI

কবিতা সংগ্রহ-১
শামীম রফিক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৮০০ টাকা

Kobita Sangraha-1 by Shamim Rafiq Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 800 Taka RS: 800 US 40 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99841-7-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

গওহর গালিব

কথা সাহিত্যিক
ও
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

শামীম রফিক-এর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

কাব্যগ্রন্থ

০১. মেঘের আড়ালে রোদের কষ্ট (১৯৯৭)
০২. দ্বিতীয় জন্ম প্রথম মৃত্যুর পূর্বে (২০০৫)
০৩. মা'কে লেখা শেষ চিঠি (২০১৩)
০৪. নারী ও কুয়াশা মুখরিত ব্যর্থতা (২০১৫)
০৫. নির্ঘুম ঘোড়া (২০১৬)
০৬. পুতুলের গল্প (২০২০)
০৭. অর্পার স্বপ্নগুলো (২০২০)
০৮. ছোঁব না সমান্তরাল (দীর্ঘ টানা গদ্য কবিতা) (২০২০)
০৯. বৃষ্টি ও ধূসর (২০২০)
১০. বিষণ্ন সময়ের গান (ভিলানেল) (২০২০)
১১. কান্নাটা ভায়োলিনের (সনেট) (২০২০)
১২. মাতালের উপকরণগুলো ঝুলিয়ে দিন (২০২০)
১৩. জল ও সমতল (হাইকু) (২০২২)
১৪. গন্তব্যের নেশা (২০২৩)
১৫. পাথর পথিক ও নদীর গল্প (২০২৪)
১৬. কবিতাসংগ্রহ (২০২৫)

গল্পগ্রন্থ

০১. নীরাদের প্রেম (২০১১)
০২. মেয়েটি বন্ধু হতে চায় না (২০১২)
০৩. গহীনে অন্ধকার (২০২০)
০৪. নীলু চাচার পৃথিবী (২০২০)

গবেষণাগ্রন্থ

০১. জীবনানন্দের কাব্যে নারী অন্বেষণ (২০১২)
০২. সিকদার আমিনুল হক : জীবন ও কাব্য (২০১৯), পিএইচ.ডি
০৩. সিকদার আমিনুল হক : প্রাসঙ্গিক পাঠ (২০২০)
০৪. সিকদার আমিনুল হকের কাব্য : রূপ ও বৈচিত্র্য (২০২০)
০৫. সিকদার আমিনুল হকের কাব্য : কাম প্রেম পরস্ত্রী ও যৌনতা (২০২০)
০৬. সনেট : রূপ ও বৈচিত্র্য (২০২০)
০৭. বাংলাদেশের কবিতায় মর্বিডিটি চেতনা (২০২২)
০৮. সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব (২০২২)
০৯. সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা (২০২৩)
১০. কবিতার রূপ ও বৈচিত্র্য (২০২৪)

সম্পাদক

সাহিত্যের কাগজ 'অরণ্য'

ভূমিকা

নব্বই দশকের নিভৃতচারী ও অন্তর্মুখী স্বভাবের কবি শামীম রফিক। অত্যন্ত পরিশ্রমী এই কবির কাব্যপ্রবণতা শুরুতে লক্ষ করা না গেলেও তিনি যে তাঁর নিজস্ব ভুবন তৈরি করতে সমর্থ্য হয়েছেন তা এখন স্পষ্ট। সারাক্ষণ কাব্য সাধনায় নিমজ্জিত থাকেন এই মেধাবী এবং পরিশ্রমী কবি। তিনি কবিতায় যেমন গবেষণার ভুবন তৈরি করেছেন তেমনি গবেষণায় তৈরি করেছেন কবিতা শিল্পের মহাধার ও অপার মহিমা। তিনি কবিতার এক ঝিকিমিকি উজ্জ্বল ভুবন তৈরি করেছেন। কবিতার শৈলী এবং প্রকরণ তার করায়ত্তে। তিনি কবিতাকে যেমন চিনেছেন, তেমনি করেছেন আত্মস্থ। তার কবিতার পরতে পরতে রয়েছে শৈলীর কারুকার্য। তিনি ছন্দে কবিতা লিখেছেন, গদ্যে কবিতা লিখেছেন, পদ্যে কবিতা লিখেছেন, লিরিক কবিতা লিখেছেন, দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন, সনেট লিখেছেন, ভিলানেল লিখেছেন, হাইকু লিখেছেন, টানা দীর্ঘ গদ্য কবিতা লিখেছেন, বিষয়ভিত্তিক কবিতা লিখেছেন যেমন : কুয়াশা বিষয়ক কবিতা রয়েছে, বৃষ্টি বিষয়ক একক গ্রন্থ রয়েছে, রয়েছে বিষয়ভিত্তিক বৃহৎ গ্রন্থ 'মাতালের উপকরণগুলো ঝুলিয়ে দিন' ইত্যাদি। বৃহৎ ও একক সনেট গ্রন্থ যেমন তাঁর রয়েছে, তেমনি রয়েছে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র একক ভিলানেল গ্রন্থ ও একক মৌলিক হাইকু গ্রন্থ। তিনি সনেট নিয়ে বহুমাত্রিক ভাঙচুর করেছেন।

ষাটের দশকের কবি সিকদার আমিনুল হকের কবিতা নিয়ে অত্যন্ত সুনামের সাথে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সিকদার আমিনুল হকের কবিতার ওপর তার রয়েছে ছয়টি বিষয়ভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থ। জীবনানন্দ দাসের কবিতা নিয়ে রয়েছে গবেষণাগ্রন্থ। তাঁর গবেষণাগ্রন্থগুলো কবিতাকেন্দ্রিক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩১টি। এছাড়া তাঁর কাব্যে রয়েছে প্রকৃতি প্রেম, হতাশা, মৃত্যু, সময়, আশাবাদ, নৈরাশ্যবাদ, সমাজ, রাজনীতি, স্যাটায়ার, অধিকার ও বঞ্চনার আখ্যানসহ নানাবিধ বিষয়। সময় ও মৃত্যুকে সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দিয়ে তিনি ক্ষুধাকে কঠোর ও সর্বগ্রাসী করে তোলেন। তিনি পাঠককে হতাশার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে কবিতায় কুহেলিকা সৃষ্টি করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হতাশায় হারিয়ে যান না। তিনি মিথকে ব্যাপকভাবে কবিতায় ব্যবহার করে দিয়েছেন অন্য

মাত্রা। রঙের ব্যবহার তাঁর কবিতাকে করেছে বর্ণিল। অত্যন্ত সাবলীলভাবে কবিতায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করেছেন। কবিতায় ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহার দিয়েছে অন্য মাত্রা, আটপৌরে শব্দের ব্যবহার এসেছে অত্যন্ত সাবলীলভাবেই। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে কবিতায় এনেছেন রাজকীয় মাত্রা। তিনি ইউরোপীয় শব্দ, উপমা, প্রকৃতি, ব্যক্তি আর মিথের ব্যবহারে কবিতাকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। তাঁর কবিতায় রয়েছে সমান্তরতার ব্যাপক ব্যবহার। তিনি কবিতায় মার্ক-টার্ক, প্রমোশন-টমোশন, মঙ্গা-ফঙ্গা, প্রেম-ট্রেম— এই জাতীয় শব্দের ব্যবহার করে কবিতাকে করেছেন ভিন্ন আঙ্গিকের। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প, রূপক ও উপমার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শৈলী আর প্রকরণের ব্যাপকতায় তাঁর কবিতা প্রোজ্জ্বল। সর্বোপরি কবিতায় সৃষ্ট তাঁর দার্শনিকতা আর ব্যাপক অভিজ্ঞতা আলোচনার দাবি রাখে। শব্দে, বাক্যে, ঐতিহ্য আর আধুনিকতায় তিনি শুধু নব্বই নয়, অনেক দশক ছাড়িয়ে গেছেন।

এই গ্রন্থে তাঁর কাব্যপথ পরিক্রমায় যুক্ত হয়েছে পনেরোটি কাব্যগ্রন্থ। এ সংগ্রহটি কবির কাব্য-প্রবণতার একটি অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত হবে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : মেঘের আড়ালে রোদের কষ্ট (১৯৯৭), দ্বিতীয় জন্ম প্রথম মৃত্যুর পূর্বে (২০০৫), মা'কে লেখা শেষ চিঠি (২০১৩), নারী ও কুয়াশা মুখরিত ব্যর্থতা (২০১৫), নির্ঘুম ঘোড়া (২০১৬), পুতুলের গল্প (২০২০), অর্পার স্বপ্নগুলো (২০২০), ছোঁব না সমান্তরাল (দীর্ঘ টানা গদ্য কবিতা) (২০২০), বৃষ্টি ও ধূসর (২০২০), বিষণ্ন সময়ের গান (ভিলানেল) (২০২০), কান্নাটা ভায়োলিনের (সনেট) (২০২০), মাতালের উপকরণগুলো ঝুলিয়ে দিন (২০২০), জল ও সমতল (হাইকু) (২০২২), গন্তব্যের নেশা (২০২৩), পাথর পথিক ও নদীর গল্প (২০২৪)।

কবি একবার বলেছিলেন, 'প্রয়োজন হলে, কবিতার জন্য সব বিসর্জন দেবো।' কবির সে মানসিকতাকে স্মরণে রেখে পাঠকদের জন্য কবি প্রকাশনীর এ এক সামান্য আয়োজন। স্বীকার করছি বহু সীমাবদ্ধতা আমাদের ছিল। সবকিছুর পরও প্রয়োজনের খাতিরেই সবকিছু করা। আশা করি এ আয়োজন পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রকাশক

সূচিপত্র

মেঘের আড়ালে রোদের কষ্ট

সত্যের মুখোমুখি ১৯
কবিতা ও ঈশ্বর ১৯
ব্যক্তিগত আগুন ২০
স্মৃতিতে বিলাপ ২৩
রোদেলা ঘুড়ি ২৪
অব্যক্ত ২৫
আইলানের গল্প ২৬
অচেনা ঢেউ ২৬
বদলে যেতে সময় লাগে ২৮
সমাজ ও রিলেশন ২৮
কেমনে জানি ২৯
ভুলের গল্প ৩০
মৃত্যু-১ ৩০
কোথাও নেই ৩১
মৃত্যু-২ ৩৩
আত্মজ নারী ৩৪
রক্তমেলা ৩৪
চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা ৩৫
মেঘের আড়ালে রোদের কষ্ট ৩৫
শ্বেতপত্র ৩৭
অনুভব ৩৭
শত্রুতা ৩৮
ভালোবাসা ৩৯
বিপন্ন স্বপ্নের প্রহরী ৩৯
ভ্রমণ ৪০

দ্বিতীয় জন্ম প্রথম মৃত্যুর পূর্বে

অনুশোচনা ৪৭
ক্ষয়িষ্ণুতার বিচিত্র আঁধার ৪৭
শব্দের শূন্যতায় শুধু বৃষ্টি ৪৮
আমার অক্ষমতা এবং সঙ্গী কালো সাপ ৫১
দ্বিতীয় জন্ম প্রথম মৃত্যুর পূর্বে ৫৩
মাঝখানে ঈশ্বরস্পর্শ গান ৫৮
কথোপকথন ৫৯
স্নানরত বকুলগাছের ছায়া ৬০
ভুল শিরোনাম ৬০
কেমন জীবন ৬১
শেষ প্রশ্ন ৬১
স্বপ্ন এবং কটুকরো ভুল ৬২
মিলন ও ভাঙনের মিল ৬৪
সব ভুল হয় না ঠিক ৬৫
আগন্তুক সূর্য ও এক সৈনিকের আত্মাহুতি ৬৬
মৃত্যু যখন মৃত্যু নয় ৬৬
আত্মজের আনন্দভ্রমণ ৬৭
অন্যরকম যুদ্ধ ৬৮
নীল কান্না ৬৯
বৃত্ত ও মুখোশ ৬৯
বিপ্লবের সম্মুখে একদিন ৭০
নৈরাজ্যের কোলাহল পূরবীর বুকে ৭২
দৃশ্যত অদৃশ্য প্রভেদ ৭৪
শেষহীন পথে : একটি জীবন ৭৪
গুরুবাণে গন্তব্যের নকশাপথ ৭৫
একদিন মাঝদরিয়ায় সাঁওতাল সওয়ারি ৭৬
অনন্ত পথ ৭৭
যে প্রশ্নে আমি পরাজিত ৭৮
মাঝি পরিচয় ৭৯

মা'কে লেখা শেষ চিঠি

মা'কে লেখা শেষ চিঠি ৮৩

নারী ও কুয়াশার মুখরিত ব্যর্থতা

গ্যালিলিওর দূরবীণ ৯৩
সোমেশ্বরী অস্পৃশ্য মায়া ৯৩
জ্যোৎস্না নদী এবং রশিদের স্বপ্নগুলো ৯৪
জীবন ৯৫
জুঁইদি এবং আমার না বলা গল্পগুলো ৯৬
জীবনের অন্তরালে জীবন ৯৭
শহরে ভীষণ বৃষ্টি ৯৮
কবির জবানবন্দি ৯৯
নিঃসঙ্গতা ১০০
পহেলা বৈশাখ ১০১
অভিমান ১০৩
অন্ধকার ১০৪
এখনও পুড়ছে ১০৫
সময় ১০৬
কুয়াশা : এক-তেরো ১০৬

নির্ঘুম ঘোড়া

নির্ঘুম ঘোড়া : এক-বিয়াল্লিশ ১১৭

পুতুলের গল্প

পুতুলের গল্প : এক-ছেচল্লিশ ১৩৫
পুতুলের গল্প ১৬০

অর্পার স্বপ্নগুলো

হারানো বোতাম ১৬৫
যাকে নিয়ে যুদ্ধ ১৬৫
টেবিলের গল্প ১৬৮
একটি দীর্ঘকবিতা ১৭০
কবিতার ক্লাস ১৭০
প্রত্যাশা ১৭৪
মিটিং ১৭৪
সম্পর্কের চাওয়া ১৭৭
গবেষণার বিষয় ১৭৮

গেলাসে মাতাল সন্ধ্যা ১৮১
লোকটি ১৮২
পাওয়ার অব সাইলেন্স ১৮৪

ছোঁব না সমান্তরাল
ছোঁব না সমান্তরাল ১৯৯

বৃষ্টি ও ধূসর
বৃষ্টির সাথে ঘুমাব ২৩৫
বৃষ্টি-১ ২৩৫
মেঘ, আমাকে নেবে ২৩৬
বৃষ্টির গল্প ২৩৭
বৃষ্টি তোমার জন্য প্রতীক্ষা ২৩৭
বৃষ্টি-২ ২৩৯
বৃষ্টির ভালোবাসা ২৪০
বৃষ্টি ও ঈশ্বর-১ ২৪১
বৃষ্টি ও ঈশ্বর-২ ২৪২
বৃষ্টি ও কুয়াশা ২৪৪
বৃষ্টি, কাঁদিস কেন ২৪৫
রুমঝুম কান্না ২৪৬
বৃষ্টির স্বাদ ২৪৭
বৃষ্টির খেলা ২৪৮
প্রণিতা, তোমার বৃষ্টিগুলো ২৪৯
বৃষ্টি ছাড়া ২৫৩
বৃষ্টির ছন্দ শিখিনি ২৫৪
দুচোখে বৃষ্টি ২৫৬
বৃষ্টি চলে যাচ্ছি ২৫৭
ভেবেছিলাম ভালোবাসো ২৬০
কিছুটা ক্রোধ ২৬১
যেসব গল্প লোকেরা বোঝে ২৬২
আধুনিক খেলা ২৬৩
Unconcious Night ২৬৪

ভিলানেল এক বিষণ্ন সময়ের গান

ভিলানেল এক বিষণ্ন সময়ের গান : এক-ত্রিশ ২৬৭

কান্নাটা ভায়োলিনের

অসময় ২৯৫
কিছুটা বিষাদ ২৯৫
প্রত্যাশা ২৯৬
দৃঢ়তা ২৯৭
স্বপ্ন ২৯৮
ভুল উৎসব ২৯৯
পাওয়ার ভুল গল্প ৩০০
শিল্প ভাবনা ৩০০
পরাবাস্তব সিঁড়ি ৩০১
সম্পর্ক ও দূরত্ব ৩০২
নিঃশর্ত বিনিময় ৩০৩
মধ্যরাতের শীতল ৩০৪
ক্ষণস্থায়ী প্রেম ৩০৪
বিরহী ছায়ার ঘুম ৩০৫
মাতাল দারিদ্র্য ৩০৬
সমুদ্র আর সময় ৩০৭
অন্যরকম পরাজয় ৩০৮
প্রত্যয় ৩০৯
মিসিং কিসিং গেম ৩১০
উপহাসে একা ৩১১
যৌবনের ভুল ৩১২
প্রেমের দৃশ্যে অমিল ৩১৩
কুয়াশার নারী ৩১৪
বাধ্যগত চিৎকার ৩১৫
ঝড়ের পূর্বাভাস ৩১৬
সকলের দায়িত্ব ৩১৭
সম্পর্কের আগুন ৩১৮
ঘুমের মৃত্যু ৩১৯
না বলা কিছু কথা ৩২০
জটিল জীবিকা ৩২১

নিকৃষ্ট শ্বাপদ ৩২১
সময় ও মৃত্যু ৩২২
চাষি ও কবির গল্প ৩২৩
ম্যান্ডারিন তুমি দেখো ৩০৪
যে সনেট তোমরা লেখোনি ৩২৫
এই শিস পাখিদের ৩২৫
কবিতা হলো মৃত্যুর আর্তনাদ ৩২৬
নগ্নতা চোখের ঈর্ষা ৩২৭
রূপান্তরে বন্ধু কে ৩২৮
দুজনার দ্বীপ ৩২৯
ক্ষুধার্ত দুপুর ৩২৯
মহুয়ার নেশায় ৩৩০
সনেট লিখতে যোগ্যতা লাগে ৩৩১
একটি প্রশ্নের ভিড়ে ৩৩২
নিদ্রায় হবে না কোনো স্বপ্ন ৩৩৩
কান্নাটা ভায়োলিনের-১ ৩৩৪
যে সুর বাজেনি আগে ৩৩৫
কালার ব্লাইন্ড ৩৩৬
জন্মান্ধ ৩৩৭
অবশেষে পথ ৩৩৮
পাথরের সুর ৩৩৯
ব্যর্থতা ৩৪০

মাতালের উপকরণগুলো ঝুলিয়ে দিন

অবরুদ্ধ সময় ৩৪৩
যুদ্ধ নয়, আলোচনা ৩৪৪
মানবতা ৩৪৭
অপেক্ষার প্রহর ৩৫০
বন্ধুত্বের ব্যাখ্যা ৩৫১
শিল্পের উপমা তুমি নও ৩৫২
মানচিত্র ৩৫৩
মানচিত্র আমার ৩৫৫
অভিবাসন প্রবাসী ৩৫৭
সুখ তো প্রতিধ্বনি ৩৫৮

বঙ্গবন্ধু ৩৬১
জীবনানন্দ ৩৬২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৬৫
কাজী নজরুল ইসলাম ৩৬৭
প্রেরণা ৩৬৯
কতটুকু সময় ৩৭০
শিল্পের ডুবসাঁতার ৩৭৩
করপোরেট অমিল ৩৭৫
নদীর বুকে হামাগুড়ি ৩৭৮
স্বপ্নমগ্ন নদী ৩৮০
রাস্তা ও কবিতার গল্প ৩৮৩
অচেনা গৌরব ৩৮৫
অচেনা বিমুখিনতা ৩৮৫
বিজয়ের গল্প ৩৮৬
মহাকালের গান ৩৮৮
সর্বগ্রাসী খেলা ৩৮৯
মাতালের চিরতা ৩৯১
ক্ষুধা আঁকা ৩৯২
বিরোধ ৩৯৩
এখানে আমি একা ৩৯৪
প্রত্যাশা ৩৯৫
কবিতার বেদনা ৩৯৫
সপ্তম অভিযান ৩৯৬
গতি ৩৯৬
গতি ও প্রকৃতি ৩৯৭
লাল গ্লাস ৩৯৮

জল ও সমতল
জল ও সমতল : এক-একশত চল্লিশ ৪০৩

গন্তব্যের নেশা
গন্তব্যের নেশা ৪৩৩

পাথর পথিক ও নদীর গল্প

পাথর পথিক ও নদীর গল্প ৪৬৫
একান্ত প্রয়োজন ৪৬৮
তুমি নেই বলে ৪৭০
কিছুটা কষ্ট, কিছুটা কষ্টের স্মৃতি ৪৭১
ভালোবাসা ৪৭৫
ভালোবাসা কষ্ট বোঝে ৪৭৭
উচ্চবিত্ত হিসেবনিকেশ ৪৭৯
কেউই ছিল না ৪৮১
বেদনার চেয়ে মহান কিছু নেই ৪৮৩
লক্ষ্মীপ্যাঁচা ৪৮৪
প্রেম ও যুদ্ধ ৪৮৬
বৈপরীত্য ৪৮৮
আমার বেলা-অবেলা ৪৮৯
যুক্তিতেও ভাঙে মুক্তির মিছিল ৪৯১
যাবার সময় হয়ে গেলে ৪৯৩
ছবি আঁকি ৪৯৬
নির্মম গল্প ৪৯৮
কবিতা মানুষের জন্য ৫০০
কষ্টকে, কষ্ট না-ও বলা যেতে পারে ৫০২

মেঘের আড়ালে রোদের কষ্ট

উৎসর্গ
মা ও বাবা

প্রকাশক : সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০২০
স্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : মোস্তাফিজ কারিগর
দাম : ১৭৫ টাকা।

সত্যের মুখোমুখি

Let maps to other, worldson worlds have shown
Let us possess one world, each hath one, and is one
—John Donne

প্রথম সত্যের মুখোমুখি : রক্ত লাল কেন
দ্বিতীয় সত্যের মুখোমুখি : ভাবনাগুলো অনেক রঙিন
তৃতীয় সত্যের মুখোমুখি : সময় হলেই পাব
চতুর্থ সত্যের মুখোমুখি : আকাশ অনেক বড়
পঞ্চম সত্যের মুখোমুখি : বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতের সম্পর্ক রয়েছে
ষষ্ঠ সত্যের মুখোমুখি : সব পরাজয়ের রং থাকে না
সপ্তম সত্যের মুখোমুখি : সব সম্পর্কে এক নয় দৃশ্য ও ধরন
অষ্টম সত্যের মুখোমুখি : কবিতা ও সম্পদ সাংঘর্ষিক
চূড়ান্ত সত্যের মুখোমুখি : যুদ্ধের পুরোটাই পরাজয়

এমন সময় হলো সত্য ও মিথ্যাগুলো একাকার
সমর্থনের বিচারে পরাজয় লম্বা হতে হতে—সব সত্য!

বুঝলে বদলাতে হবে
না বুঝলে মৃত্যুই ভালো।

সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা

কবিতা ও ঈশ্বর

To know the pain of too much tenderness.
To be wounded by your own understanding of love;
And to bleed willingly and joyfully.
—Kahlil Gibran

রাতভর যুদ্ধ হয় কবিতা ও ঈশ্বরের
ঈশ্বর জিতে গেলেও হারেনি কবিতা—
চলে যায় একা পথে নিঃসঙ্গ কোথাও,
সেই থেকে কবিতা লিখতে গেলেই কবিরা নিঃসঙ্গ,

তবুও সে পথে পায় তারা কোন্ অমূল্য সুধা?
সব ঘাতকের আনাগোনা জেনেও মেলে দেয় বুকের কপাট।

আর ভাবে সিগমুন্ড ফ্রয়েড কি প্রয়োজন টানাপোড়েনের
রাতের সাথে অশ্লীলতার?
রোঁলা বার্থ আপনার সমাজ লড়াইয়ে অনেক অনুকম্পা পেলেও
জোসেফ কেম্বেথ অলৌকিক গাল-গল্প ফেলে
পথ ও মতের আগ্নেয়গিরি কেন বারবার মুখোমুখি করেন?

ঈশ্বর না চাইলে আটকে দিন শাশ্বত শৈল্পিক মাত্রা
এইসব তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
অনুশাসনের সকল অতীন্দ্রিয় মাত্রা অতিঘন হলে
রূপকথার কোনো কল্পকাহিনি লেখকের নাম বলে
ঘটনার প্রাধান্য বাড়াবে না।

কবিতা পছন্দ না হলে ঈশ্বরও হারান পথ মাঝপথে
সেখানে ধর্মের খেয়ায় থাকে পরবাসী গান
আর সৌরভিত আত্মার ঘর
অন্ধকারের আড়ালে ঘুমায় তাদের আলোকিত ভোর
কবিতা কল্পিত হলেই থাকে ঈশ্বরের প্রাণ।

অতঃপর কবিতা খায় কবির হৃদয়, মস্তিষ্ক ও পা
তবুও কবি সে পথেই থাকেন
মিটিমিটি হাসেন ঈশ্বর!

সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা

ব্যক্তিগত আগুন

And the priestess spoke again and said :
'Speak to us of Reason and Passion.'
—Kahlil Gibran

পদ্মায় হারিয়ে যাওয়া ক্ষীণপ্রায় আলো দেখি একা; দূর থেকে
ভেসে আসে শান্ত জলের ছায়া, বাতাসের মতো মিষ্টি
সম্পর্ক : ছায়া ও জলের, অবুঝ জলের বুক চিড়ে দ্রুত ধাবমান

সূর্যকুণ্ডলী তাদের ভালোবাসার দৃঢ়তাকে নিঃসঙ্গ করে দেয়,
আর ভাবে প্রতিনিয়ত। একথা জানি। কিন্তু অসহায় লুকোচুরি কোনো না
কোনোভাবে প্রতিনিয়ত স্মৃতির গোপনে আগুন ঢেলে দেয়।

যেহেতু ভেবেছিলাম—সব অভিজ্ঞতা আগুন হয়ে গেছে, তাই নিঃসঙ্গ
শরীরটাকে নিশ্চিত বেলুনের মতো উড়িয়ে দিয়ে ভেবেছিলাম
এখানে আর কোনো পরীক্ষা নেই
ব্যাকরণ ব্যাকরণ খেলা নেই
আর কোনো ক্রোধের উত্তাপ ছোঁবে না কোনোদিন, নিরুপায়
বালুরাশি যেভাবে প্রকাণ্ড ঢেউয়ের কাছে নিষ্ঠুর করে দেয় পরাজয়—
প্রতিনিয়ত মেনে নেয় ঠিক সেইভাবে পরাজিত হতে হতে
গোপনে পেয়ে যাওয়া মন্ত্র থেকে স্বস্তির উপাখ্যান খুঁজে নিয়ে
এখন গাছের ছাল উঠিয়ে ফড়িং বানাতে পারি। ক্রোধ ও হিংসা—এক
বিন্দুতে দাঁড় করিয়ে নিজের মতন নিরীহ কবিতা বানাতে পারি।

কিন্তু কবিতা স্পর্শ করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেয়েছি—
বৈচিত্র্যহীন তোমাদের নির্দয় কার্নিশে
পুরনো উপহাস আর ক্লান্তিতে
বোবা আসবাবপত্রের উপহাসে
নগণ্য কথাবার্তার আবরণে
অথচ আনন্দের ঝরনাধারা খুঁজতে খুঁজতে আমি ক্লান্ত
ক্রমশ কিছুটা ঋজু হতে গিয়ে আবার সূর্যস্নানে মত্ত হই
নানানভাবে পৃথিবীর বদলে যাওয়া অবলোকন করি
আমি জানি, এভাবে উড়াল গন্তব্য ছোঁবে না কোনোদিন।

অথচ কবিতার আড়ালে লুকোতে গিয়ে—
এমন ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়েছি
এমন সব লজ্জায় আনত হয়েছি
তাতে কৃতকর্মের জন্য মৃত্যুবরণ আবশ্যক ছিল;
অথচ পারিনি। পারিনি ব্যগ্র বাসনায় ডিগবাজি খেতে।

অগ্রদূত নাবিকের মতো শুধু বিশ্বাসগুলো নিয়ে ত্রিকোণ বাস্তবতার
শরীরে চুমু খাই, আহত বিশ্বাসগুলো প্রতিনিয়ত ফিরে ফিরে
আসে, আমার নিরীহ চৌকাঠে নিরিবিলি দাঁড়ায়, বারংবার কুর্ণিশে
রাত্রির কালো নগ্নতাকে বিস্মিত করে তোলে।
আমাকে নিয়ে পুষ্পিত গল্প না হবার বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে

এক রাশ মিহি গন্ধে মাতোয়ারা করে, আর অকারণ বাঁচবার গল্প
লিখতে চেয়ে অকালেই শুনতে পাই—

ঈশ্বর আছেন
শুনেছি হৃদয় নিয়ে তিনিই খেলেন
স্তম্ভিত হই,
মাকে মায়ের ভূমিকায় দেখে
মানসীকে মিলাতে পারি না।

যদিও শুনেছি—

সকলে ঘর বানায় পাথরে পাথর মিশিয়ে
আমার নেই
মেশে না পাথর পাথরে
তবুও আমার দুটি পালক হয়েছে
যারা সতত বাতাসে উড়ে
তাদের দ্রুততম উল্লাস বিমোহিত করে।

যদিও আমার একটা মুখোশ দরকার
তাহলে অন্তত মনুষত্বকে আড়াল করে অনায়াসেই দেখে নিতে পারতাম
কতটা ঘৃণা হলে অপঘাতে মৃত্যুর আশীর্বাদ চুমু খায় প্রয়োজনে
ভালোবাসার প্রয়োজনগুলো অকারণ কিলবিল করে নির্মমতার আদরে, অথচ
তাদের জন্যই প্রতিনিয়ত ঘাম, অন্ধ দাসত্ব আর অনাহত
আদর্শের পয়গাম। যেভাবে ব্যাখ্যার উপস্থাপন অতি আন্তরিকভাবে হয়
তাতে আমি একজন সাধারণ মানুষের দাবির আড়ালে হারিয়ে যাই
এতে আমার কোনো দ্বিধাই থাকবে না যদি হতে পারতাম—
তাহলে অনায়াসে কেঁপে উঠত না কেউ কেউ
পদচারণা দেখে কেউ কেউ বলে দিতে পারত না কার পরাগ
ঢেকে দিয়েছে মস্তিষ্কের খেয়াল, আলতো করে সে তো ঘুমাত ফুলে
তিমির বিনাশী আলো পালকে ঢেকে রেখে দূরত্বের কথা ভুলে যাই
দ্বিধা যতই রাখো—এত আলো বৃথা নয়।

গেলে মগজ গলে যাক
হলে সুনামি বা ভূমিকম্প হোক
হৃদয় উপুড় করা সবটুকু জল
অনায়াসে ঢেলে নিঃস্ব হতে দ্বিধা নেই, ভালোবাসি।

সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা

স্মৃতিতে বিলাপ

প্রেম ও প্রাপ্তির প্রতিজ্ঞায় আমরা বারবার মুখোমুখি হয়েছি
বারবার অচেনা সূর্যালোকে স্বপ্নমগ্ন হয়েছি
বুক থেকে বেরিয়ে গেছে অকারণ অন্ধকার
অকারণেই পেরিয়ে গেছে রাত্রি ও দিন
হাতেই থাকত দেশলাই
বারবার জ্বলে উঠত আগুন হয়ে
তবুও উত্তাপ ও আলো অধরাই রেখে যেত আইডা পর্বত
উপরন্তু সাদা বরফের ওপর শ্বেতভল্লুকের মুখে
ডলফিনের রক্তের আল্পনা সাদা চাদরের নিচে
আমাদের ঘর্মাক্ত করছে
তবুও নিরাপদে বেড়ে উঠছে পাকস্থলির সিস্ট
যা আমরা ভালোবেসে লালন করেছিলাম
পারস্পরিক অশোভন স্মৃতিতে জর্জরিত
আমাদের স্বপ্নের বিপরীত মেঠোপথ
নিষ্ঠুর আর বেহিসেবি পাথরের আস্তানায় নির্ঘুম রাতগুলো
অসহায়, তবুও প্রতীক্ষারত মাত্র আট সেকেন্ডের ব্যবধান
এ আর কী এমন ক্ষতি
কী এমন কুহেলিকা প্রতিনিয়ত।
অথচ পরিধিতে কোথাও কোনো কালিমা নেই
নেই অন্তর্লীন বিলাসী চাহিদার চিরায়ত বসবাস
একথা সত্যি, 'আমাদের বিপরীত গন্তব্যে খেলতে হতো'
হাতে থাকত বাহারি প্রজাপতি
আমরা উড়তে চাইতাম
অথচ ঘুমের রাজত্ব আতঙ্কে অচেনা
স্মৃতি বারবার ঘুরে দাঁড়ায়
আশ্বিনে-ভাদ্রে অঝোরে ভিজতে ভিজতে অতি সন্তর্পণে
রঙিন স্বপ্নের স্বাদ নীরব পরাজয়ে কুর্ণিশ করে।

সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা

রোদেলা ঘুড়ি

এতদিন মনে হতো প্রাসাদের তুলতুলে আলোয় তোমাকে পাব,
নিশি জাগানিয়া ঘণ্টার ধ্বনি আর আঘাত করবে না পরাজিত
প্রেমের পরিচয়হীন উত্তপ্ত শিলায়—
নিশিদিন।

নির্জন দুপুরে বৃষ্টিতে ভিজে গেল কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের রোদ,
জেগে ওঠে চরাচর নিদারুণ আক্লেশে, এই স্বচ্ছ বুকের ভেতর
কতটা যন্ত্রণা উপহাসে প্রবোধ খোঁজে—বুঝবে না। যতটা চেয়েছিলাম এই
তোমার কাছে, হয়তো মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে নির্মম হেসেছ
মিথ্যে অজুহাতে
বিজয় ছিল ভেবেছ।

বিজয় এভাবে হয় না
হয় না আত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তি
তবুও মানুষ করে, তুমিও
যতটা চেয়েছি—হয়
এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের সকল দুয়ার কত আর খোলা
থাকে? রাখা যায়!
অনেক অবহেলা ঝরে পড়ে আমার নিয়তির ছোঁয়া বিপন্ন উঠোনে।

হিমশীতল দেহটা বারান্দায় পড়ে থাকলেও ক্ষতি নেই
কচি দুটি হাতের স্পর্শও অন্ধকার
প্রিয়রা চলে গেছেন সূর্যাস্তের ওপারে
যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল সব বোঝার ভুল নাকি ভুলই নিয়ম
কী করে বোঝা যাবে হিংস্রতাই সঠিক?

কেউ কি আসবে না! আসবার কথা নয়!
একা যাওয়াটা এক রকমের বিদ্রোহ
সত্যে অবিচল থাকাটা—বিদ্রোহ, শিখেছি
সকলে করতে পারে না—তুমি বলেছিলে সুদিন আসবে
আমিও জেনেছি। অ্যাফ্রোদিতে উড়ছে ইজিয়াস সাগর
সময়ের জাল চারদিকে
এখানে আমি যে একা,
কেউ এলো না কাছে।

এখনও কিছুই করা হলো না—উড়ছি আজরাইলের ডানায় বসে।

সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা